কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 05 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম ...২...

সঞ্জু স্যার | হবিগঞ্জের গঙ্গানগর গ্রামের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী সঞ্জিত চক্রবর্তী শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন। ছবি : কালের কণ্ঠ

মনের আলোয় বিদ্যা বিলান

শাহ ফখরুজ্জামান, হবিগঞ্জ ▷

সঞ্জিত চক্রবর্তী। বয়স ৭০ বছর। বাড়ি হবিগঞ্জ সদর উপজেলার লস্করপুর ইউনিয়নের গঙ্গানগর গ্রামে। একসময় তাঁর চোখে আলো ছিল। দারিদ্র্যের কারণে বিনা চিকিৎসায় চোখের আলো নিভে যায় তাঁর। তবে তাঁর মন ও জ্ঞানের আলো নেভেনি। অন্ধত্বের কারণে নিজে উচ্চশিক্ষা নিতে না পারলেও বিদ্যা বিলিয়ে যাচ্ছেন ৩৭ বছর ধরে। তাই এলাকার মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ডাকেন 'সঞ্জু স্যার' বলে।

সঞ্জিত চক্রবর্তী ১৯৬৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন। দুটি পরীক্ষায় অংশও নেন। এর পরই তাঁর চোখে সমস্যা দেখা দেয়। রাতে পড়তে খুবই সমস্যা হয়। ফলে পরের পরীক্ষাগুলোতে আর অংশ নিতে পারেননি। একদিকে অর্থাভাব, অন্যদিকে চিকিৎসকদের মতে এর কোনো সুচিকিৎসা নেই। এভাবে সঞ্জু চোখের আলো হারাতে থাকেন। একপর্যায়ে আর চোখে দেখতে পান না তিনি।

দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে সঞ্জিত চক্রবর্তী নিজবাড়ি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল থেকে চলে আসেন হবিগঞ্জের গঙ্গানগর গ্রামে মামার বাড়িতে। এখানে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে নিজবাড়ির উঠানে গাছতলায় শুরু করেন শিশুদের পাঠদান। আস্তে আস্তে এটি বিস্তার লাভ করে। পার্শ্ববর্তী এলাকার শিশুরাও এ বিদ্যাশিক্ষায় অংশ নেয়। বিনিময়ে শিশুদের অভিভাবকরা সামান্য সম্মানী দেন। এ দিয়েই স্ত্রী-দুই মেয়েসহ চার সদস্যের সংসার চলে অনটনে। এ অবস্থায়ও বড় মেয়ে মৌসুমী চক্রবর্তী এইচএসসি পাস করেন। অর্থাভাবে আর এগোতে পারেননি তিনি। সম্প্রতি তাঁর বিয়ে হয়েছে। তাঁর সংসারও চলছে টানাটানিতে। আর সঞ্জিত চক্রবর্তীর ছোট মেয়ে কলেজে লেখাপড়া করছে।

এদিকে সঞ্জিত চক্রবর্তীর কাছে পড়ে শিশুরা ভালো ফল অর্জন করতে থাকে। একপর্যায়ে তিনি এলাকায় 'সঞ্জু স্যার' হিসেবে পরিচিতি পান। বর্তমানে তিনি তিনটি পালায় (শিফট) শিশুদের পাঠদান করেন। তাঁর 'পাঠশালা'য় ছাত্রছাত্রী ২৫ জন। তাঁর ছাত্রদের অনেকেই বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত। কেউ পুলিশ বাহিনীতে আছেন, কেউ কেউ শিক্ষকতা করছেন, কেউবা ব্যবসায়ী।

কলেজশিক্ষক জালাল উদ্দিন রুমি বলেন, 'সঞ্জু স্যারের পাঠদান দেখে আমরা অভিভূত। তাঁর নিকট থেকে অনেক কিছু শিক্ষার আছে।'

সঞ্জিত চক্রবর্তী বলেন, 'আমি নিজে পড়তে পারিনি তো কী হয়েছে, অত্র এলাকায় শিক্ষার আলো জ্বালাতে পেরেছি—এটাই আমার বড় পাওয়া।' তিনি জানান, বয়সের কারণে তিনি আর বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারেন না। তবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে বিদ্যা বিলিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন তিনি। সঞ্জিত বলেন, 'অভাবের সংসার চালিয়ে যেতে বড় মেয়ে সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে। তবে তার সংসারেও টানাটানি।' এ অবস্থায় তিনি মেয়ের জন্য সরকারি বা বেসরকারি একটি চাকরির জন্য আবেদন জানান।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস আজ

সঞ্জিত চক্রবর্তী সমাজে উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন বলে মনে করেন লস্করপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান হিরো। তিনি বলেন, 'পরনির্ভরশীল না হয়ে সঞ্জু চক্রবর্তী মানুষের মধ্যে জ্ঞান বিলাচ্ছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হলেও হাত না পেতেও কিছু করা যায়। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হয়েও তিনি পথ চলেন একা একা। ঘর থেকে বের হয়ে বাজার-সদাই পর্যন্ত করেন। পথে পরিচিত কেউ কথা বললে ঠিকঠাক চিনেও ফেলেন। এ সব হয়েছে তাঁর আত্মবিশ্বাস থেকে।'

শৈশব-কৈশোরে সঞ্জিত চক্রবর্তীর কাছে পড়ে উচ্চশিক্ষা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা দুই হাজারের বেশি। অনেকেই হয়েছেন ব্যাংকার, শিক্ষক বা পুলিশের কর্মকর্তা। তাঁর ছাত্র চুনারুঘাট উপজেলার শ্রীকোটা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক সমীরণ চক্রবর্তী বলেন, 'ছোটবেলায় যখন পড়তাম, তখন মনে হতো তিনি (সঞ্জিত) আসলে দেখতে পান। বড় হওয়ার পর বুঝেছি, তাঁর চোখে আলো নেই। তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পেরেছি বলে আজ শিক্ষক হতে পেরেছি।'